

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(কাস্টমস)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৪ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৩-আইন/২০২৪/০৩/কাস্টমস।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর Section 219 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, কাস্টমস ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট বিধিমালা, ২০২১ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(২) কোনো দৈব-দুর্বিপাক (Act of God) বা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিলম্বের কারণ উল্লেখপূর্বক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের এবং বিধি ১৬ এর বিপরীতে নিয়োগকৃত সমন্বয়কারীর নিকট নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হইবার পূর্বেই লিখিত আবেদন দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড স্বয়ংক্রিয় অনলাইন পদ্ধতিতে আবেদনের প্রক্রিয়া নির্ধারণ ও জারি করিতে পারিবে।”;

(১৫১৫)

মূল্য : টাকা ৪.০০

(২) বিধি ৬ এর—

(ক) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(চ) আমদানি নীতি আদেশ অনুযায়ী আমদানি নিষিদ্ধ সকল ধরনের বর্জ্য ও দূষিত পদার্থ;”;

(খ) দফা (জ) এবং (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) এবং (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(জ) ব্যাগেজ বিধিমালায় সংজ্ঞায়িত ব্যাগেজ;

(ঝ) বৈদেশিক ডাকযোগে আমদানিকৃত পণ্য; এবং”;

(৩) বিধি ১০ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য চালানোর রাজস্ব ঝুঁকি হ্রাস এবং অন্যবিধ অনিয়মের আশঙ্কা রোধকল্পে প্রতিটি ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট চালানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো তফসিলি ব্যাংক হইতে প্রযোজ্য শুল্ক-করের সমপরিমাণ অর্থের নিঃশর্ত ও অব্যাহত ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা চুক্তি বা প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর আওতায় নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে বৈধ গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে।”;

(খ) উপ-বিধি (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(৩) ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে ক্ষেত্রমত, কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির অবমুক্তি নিশ্চিত করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কম্পিউটার সিস্টেমে কাস্টমস বন্ড বা অঙ্গীকারনামা বা লেটার অব গ্যারান্টির স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।”;

(গ) উপ-বিধি (৫) বিলুপ্ত হইবে;

(৪) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) সংশ্লিষ্ট চুক্তি, প্রটোকল বা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর এ ভিন্নতর কোনো কিছু উল্লেখ না থাকিলে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে কন্টেইনারজাত ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্য অভ্যন্তরস্থ প্রবেশ বন্দর সংশ্লিষ্ট কাস্টমস অফিস কর্তৃক স্ক্যানিং করিতে হইবে এবং স্ক্যানিং ইমেজ বিশ্লেষণে সন্দেহজনক কোনো পণ্যের উপস্থিতি প্রতীয়মান হইলে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করিতে হইবে।”;

(৫) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

“(১) বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর ও প্রস্থান বন্দরের মধ্যবর্তী কোনো স্থানে ট্রানজিট বা ট্রানশিপমেন্ট পণ্যবাহী যানবাহন নষ্ট হইলে বা যানবাহনটি দুর্ঘটনায় পতিত হইলে অনুমোদিত ব্যক্তি বিধি-১৬ এর অধীন নিয়োগকৃত সমন্বয়কারী এবং উক্ত স্থান যে কমিশনারেটের অধিক্ষেত্রাধীন সেই কমিশনারেটের কমিশনারকে অবিলম্বে কম্পিউটার সিস্টেমে বা লিখিতভাবে (স্বয়ংক্রিয় আবেদনের পদ্ধতি না থাকিলে) অবহিত করিতে হইবে এবং উক্ত সমন্বয়কারী বা কমিশনার তদ্বিবেচনায় উপযুক্ত সংখ্যক এসকট কর্মকর্তা নিযুক্ত করিবেন।”।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
চেয়ারম্যান।